দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 FEB 2005
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি

আজ পরীক্ষা কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ গতকাল (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ শিক্ষা বর্ষে 'ঘ' ইউনিট (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ)-এর অধীনে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পরীক্ষা কমিটি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা/শর্ত পূরণ না করায় এবং ঠিকভাবে ফরম পূরণ না করায় ১৯১০ জনের আবেদনপত্র বাতিল করার ঘোষণা দিলেও গতকাল পরীক্ষা দিতে হলে এসে বাতিলকৃত কয়েকজন আবেদনকারী বলেছেন, সকল যোগ্যতা থাকার পরও তাদের আবেদনপত্র বাতিল করা হয়েছে। এ দাবীর প্রেক্ষিতে সকাল ১১টায় মূল পরীক্ষা শেষ হওয়ার ২০ মিনিট পর একই প্রশ্নে কুলা ভবনের ৪০৬৫নং রুমে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে ৫৯ জন শিক্ষার্থীর। মূল পরীক্ষা শেষ হওয়ার ২০ মিনিট পর একই প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ায় অনেকে অভিযোগ করেছেন, এই ৫৯ জন প্রশ্নপত্র আগেই পেয়ে থাকতে পারে। তবে এ অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর হারুন অর রশিদ। তিনি বলেন, যে কয়জনের পরীক্ষা পরে নেয়া হয়েছে তাদের সকলকেই ১১টার আগেই কলাটিবল গেটের মধ্যে রাখা হয়েছিল। তবে ডীনের এ মন্তব্যও মনোপুত হয়নি অনেকের। তারা বলেছেন, বর্তমানে মোবাইলের যুগে প্রশ্ন দেখে নকল করতে হয় না, মোবাইলেও প্রশ্ন শোনা যেতে পারে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ১ নম্বর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেখানে কেউ যদি ৫টি প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে থাকে তবে তা দুঃখজনক। বাতিল করার পরও কেন ৫৯ জনের পরীক্ষা নেয়া হল– এ প্রশ্নের জবাবে ডীন বলেন, এই শিক্ষার্থীদের দাবীর মুখে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সকল আবেদনপত্র পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি। যদিও পরীক্ষা নিয়েছি, তবে তাদের আবেদনপত্র ভালভাবে পরখ করার পরই এ পরীক্ষা গ্রহণযোগ্য হবে। এর আগে গতকাল সকাল ১০টায় পরীক্ষার হলে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থী তাদের রোল নম্বর না পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, তাদের আবেদনপত্র বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু কয়েকজন অভিযোগ করেছে, সকল যোগ্যতা থাকার পরও তাদের আবেদনপত্র বাতিল করা হয়েছে। এদের মধ্যেই কয়েকজন এ ব্যাপারে ক্ষোভ জানাতে নিজদের যোগ্যতার প্রমাণপত্র নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে আসে। তাদের দাবীর মুখেই ৫৯ জনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তবে অন্যায়ভাবে আবেদনপত্র বাতিলের অভিযোগ করে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শিক্ষার্থীরা।